সংবাদ

6 FEB 2003

উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী

বশীর আহমাদ ॥ দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠোপকরণ ও পাঠ্যসূচি কোনটাই সময়োপযোগী নয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নত বিশ্বের গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মঞ্জুরি কমিশন এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন, ইংরেজি ভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ, শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা, বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছে।

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধসের মূলে যেসব কারণ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ চিহ্নিত করছেন তার মধ্যে রয়েছে যুগোপযোগী কোন উচ্চশিক্ষা নীতি না থাকা, শিক্ষক রাজনীতি, শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, শিক্ষকদের পদোন্নতিতে দলীয়করণ, ক্লাসরুমে শিক্ষকদের গাফিলতি। ঠিকমতো ক্লাস না নেয়া, ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ সর্বোপরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কমিটমেন্টের অভাব।

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এই দুরবস্থার জন্য মূল কারণ হিসেবে শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের যে নীতিমালা রয়েছে তা অনুসরণ করা হয় না। দলীয়করণের মাধ্যমে এখন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। মেধার দিকে না তাকিয়ে দলীয় পরিচয়কে বড় করে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হলো ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। একই ক্লাসে ১২০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেয়া একজন শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব।

শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। দলীয় শিক্ষক নিয়োগই উচ্চশিক্ষায় ধসের অন্যতম প্রধান কারণ বলে অনেক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে ইংল্যান্ড থেকে পিএইচডি করা প্রার্থীকে বাদ দিয়ে সকল পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী

উচ্চশিক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

মঞ্জুরি কমিশনের প্রধান ৫ সুপারিশ

☐ আগামী ১০ বছরের জন্য একটি জাতীয় উচ্চ শিক্ষানীতি গ্রহণ। ☐ উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান, পাঠোপকরণ ও পাঠ্যসূচি সময়োপযোগী করা। ☐ ইংরেজি ভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। ☐ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ☐ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসের প্রধান ৫ কারণ

☐ সুনির্দিষ্ট কোন উচ্চ শিক্ষানীতি না থাকা। ☐ শিক্ষক রাজনীতি, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে দলীয়করণ। ☐ শিক্ষার প্রতি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের কমিটমেন্টের অভাব। ☐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষকের সার্বক্ষণিক অনুপস্থিতি। ☐ অর্থ সঙ্কট, সনাতন সিলেবাস, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি।